১৬-০৯-১৭ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

মিষ্টি বাচ্চারা -- কখনো মতভেদে এসে পড়া ছেড়ো না, পড়া ছাড়লে মায়া অজগরের পেটে চলে যাবে

প্রশ্ন :- এ কোনো কমন সৎসঙ্গ না হওয়ার কারণে বাবাকে কোন্ বিষয়ে বাচ্চাদের সাবধান করতে হয় ?

উত্তর :- এ দুনিয়ার সৎসঙ্গের মতো সৎসঙ্গ নয়, এখানে তো পবিত্র হওয়ার শিক্ষা মেলে । পবিত্র হতে গেলে মায়ার বিঘ্ন আসে তাই বাবাকে বার বার সাবধান করতে হয় । বাচ্চারা, কখনও যা কিছুই হোক না কেন - তোমরা সুখ - দুঃখ, নিন্দা - স্তুতি শুনেও পড়া কখনোই ছেড়ো না ।
২) নিজেদের অতি চালাক মনে করে কারোর গ্লানি কোরো না । মায়া বড়ই চঞ্চল । যদি বাবার প্রতি রাগ করে পড়া ছেড়ে দাও তাহলে মায়া মাথা মুড়িয়ে নেবে । অশুভত্ব এসে যাবে । তাই শ্রীমতে চলতে থাকো । বাপদাদার রায়ে কখনো টীকা - টিপ্পনী করো না ।

গীত :- তোমার পথের আমার মরণ .....

ওম্ শান্তি । এ তো বাচ্চারা জানে, তারা বলে যখন আমরা আপনার হয়েই গেছি তখন এই পুরানো দুনিয়া তো শেষ হতেই হবে । এ হলো বেহদের রাবণের লঙ্কা যার বিনাশ হতেই হবে । শ্রীলঙ্কায় যে লঙ্কার কথা বলা হয়, সে তো সম্পূর্ণ মিথ্যা । শ্রীলঙ্কা সমুদ্রের মাঝখানে এক দ্বীপ । বেহদের বাবা বোঝান যে এই সম্পূর্ণ দুনিয়া হলো সমুদ্রের ওপর, চারিদিকেই সমুদ্র । দেখানো হয় -- ভাস্কোদাগামা চারিদিকে চক্র লাগিয়ে ঘুরে এসেছিলো আর আবিষ্কার করেছিলো যে এই ধরিত্রী জলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে । এ এক বাজি হয়ে গিয়েছিলো । এ হলো এক বেহদের আইল্যান্ড । রাবণের এই রাজ্য বেহদের আইল্যান্ডের ওপর আছে । এ হলো বেহদের লঙ্কা । কেবলমাত্র শ্রীলঙ্কা নয় । সেই সময় তো এখনই । শাস্ত্রতেও এই নিয়ে কত গল্পকথা লিখে দিয়েছে । আমরাও ভাবতাম যে সম্ভবত এমনই হয়ে থাকবে । এখন আমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে । মানুষ তো ভাবে বানর সৈন্য নিয়েছিলো, তারা পাথর ছুড়ে সেতু বানিয়েছিলো, লঙ্কায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলো .....বসে বসে কত কথাই না বানিয়েছে । আগুন তো এই সময় সারা দুনিয়ায় লেগেছে । এই ভারত অবিনাশী বাবার অবিনাশী জন্মভূমি, তাই একে অবিনাশী খণ্ড বলা হয় । বরাবর ভারত প্রাচীন ছিলো, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে বসেছে - বরাবর ভারতই অবিনাশী খণ্ড ছিলো । এখন যে যে খণ্ড আছে তা সবই শেষ হয়ে যাবে, বিনাশ জ্বালায় (অগ্নিতে) । এই বিনাশ জ্বালা এই যজ্ঞেই প্রজ্জ্বলিত হয়েছে । লড়াই এখান থেকেই শুরু হয়েছে । এখন তো কেবল ছোটো ছোটো রিহার্সাল । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে সারা দুনিয়াই এখন রাবণ রাজ্য । এর এখন অন্তিম সময় আর রাম রাজ্যের আদি সময় । এইকথা আর কারোরই বুদ্ধিতে আসবে না । তোমরা এই অল্প ব্রাহ্মণরাই জানতে পারো । তোমরা বুঝতেও পারো যে এই সম্পূর্ণ দুনিয়া এখন সমাপ্ত হয়ে যাবে । আমরা বাবার গলার হার হয়ে যাবো তারপর নতুন দুনিয়ায় আসবো । এই পৃথিবীর ইতিহাস এবং ভৌগলিক অবস্থান হুবহু রিপিট হয় । এই চক্র কত সুন্দর । কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদি, এইসময় সমস্ত ধর্ম অবশ্যই আছে । এই ইতিহাস অবশ্যই রিপিট হয়, অর্থাৎ কলিযুগের পরে সত্যযুগ অবশ্যই আসে । যেমন দিনের পরে রাত আর রাতের পরে দিন অবশ্যই হয় । এমন তো হয় না যে রাত এলোই না । বাবা এসে সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে বলেন । আমরা অভিনেতারা

কেমন ভাবে ৮৪ জন্মগ্রহণ করি তাও তো জানা চাই । ৮৪ লাখ জন্মের তো কোনো কথাই নেই । কল্পের আয়ুই তো ৫ হাজার বছর । দুনিয়ার মানুষরা তো তোমাদের বলে যে শাস্ত্রে তো এইকথা নেই, এ তো তোমাদের কল্পনা । না জানার জন্য এই কথাই তো বলবে, তাই না । তারা তো শাস্ত্রই পড়ে তাই তাদের কোনো দোষ নেই । বাবা বলেন যে, সত্যযুগে তো শাস্ত্র, কাহিনী বা উপন্যাস ইত্যাদি থাকবে না । সেখানে তো ভারত সম্পূর্ণ সত্যখণ্ড হয়ে যায় । ভারত খণ্ড হলো সবথেকে বড় তীর্থ । এখানের সোমনাথ মন্দির কত বড় । এমন মন্দির কখনো কোথাও হতে পারবে না । তোমরা সংবতও বানাতে পারো । আজ থেকে অমুক সময়ে ভক্তি শুরু হবে । প্রথমে লক্ষ্মী – নারায়ণই পূজারী হবে, তখন এক মুকুট হবে । শিববাবার সোমনাথ মন্দির বানাবে । আবারও মহম্মদ গজনী লুণ্ঠন করবে । এইকথা বাচ্চারা তোমাদের বাবাই বসে বোঝান । বলা হয় ভগবান এসেছিলেন – তিনি গীতা জ্ঞান এমনই শুনিয়েছিলেন যে সারা সাগরকে যদি কালি বানাও, আর সারা জঙ্গলকে যদি কলম বানাও তাও তা লেখা যাবে না, আর তারা গীতা কত ছোটো বানিয়ে দিয়েছে । গীতা লকেটেও থাকে । খুবই মূল্যবান জিনিস তাই না । গীতার ওপর মানুষের এতটাই ভালোবাসা আছে । বাবা এতো ছোটো সোনার কৌটোতে ভরে উপহারও দিয়েছিলেন । এখন তোমরা বুঝতে পারো যে জ্ঞানের সাগর অথৈ জ্ঞান দেন আর অন্ত পর্যন্ত দিতেই থাকবেন । আমরা এতো মুরলী একসাথে করতে পারবো কি ? এ তো রেখে দেওয়ার জিনিস নয় । শাস্ত্র ইত্যাদি তো ভক্তিমার্গের কাজে আসে আমরা যা লিখি তা আর কি কাজে আসবে !কোথায় আমাদের ২ – ৪ হাজার মুরলী, আর কোথায় তাদের কোটির আন্দাজে গীতা রচিত হয় বিভিন্ন ভাষায় । সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি গীতার অনেক মান । মানুষ তো গীতা শাস্ত্র কত পড়ে থাকে । বাবা বোঝান যে – এই জ্ঞান যা তোমরা পাও, তা সম্পূর্ণ নতুন । এর তো কোনো বই নেই । ভগবান কিভাবে রাজযোগ শেখান । এ এখন তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো । তোমাদের মধ্যেও এই জ্ঞানের নেশায় থাকা মানুষ খুবই কম ।আজ এই নেশায় থাকে, কাল আবার ভুলে যায় । বাবাকে ভুলে যায় তাই জ্ঞানও ভুলে যায় । বাবাকে তালাক দিলেই সব শেষ । বাবার হয়ে যদি বিকারে যাও তাহলে দম বন্ধ হয়ে যাবে, কিছুই আর বলতে পারবে না । যারা আগে খুব ভালো প্রচার করতো তারা এখন আর নেই । কোনো কোনো ব্রহ্মাকুমার – কুমারীদের মধ্যে মতভেদ হলে তখন বাবার ওপরই রুষ্ট হয়ে যায় যে বাবা একে বোঝাচ্ছে না বা এই করছে না । অবশেষে রেগে গিয়ে পড়াই ছেড়ে দেয় তাই বাবা বলেন, মাহামূর্খ কাউকে দেখতে গেলে এখানে দেখো । তারা লিখেও দেয় যে বাবা আমি আপনার । আপনার থেকেই আমরা অবিনাশী সুখের আশীর্বাদী বর্সা নেবো । তারপর আবার তালাক দিয়ে দেয় । ডিভোর্স দিয়ে দেয় । খুব ভালো ভালো বাচ্চারা আজ আর এখানে নেই, এ তো আশ্চর্য, মায়া অজগরের পেটে চলে গেছে । তখন মুখে কিছুই আর বলতে পারে না । এই অবিনাশী জ্ঞান আর শোনাতেও পারে না । তখন বাপদাদার রায়ের ওপর টীকা – টিপ্পনী করতে থাকে । অনেক বোঝানো হয় যে নিজেকে পাল্টাও, এতেই তোমাদের কল্যাণ । কিন্তু শুধরায় না । অনেক ভালো ভালো বাচ্চাই চলে গেছে । এখনো এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে । এমনকি রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেও তারা ছেড়ে দেয় । বাচ্চাদের তো বাবার সম্পূর্ণ শ্রীমতে চলে বাবার থেকে পুরো আশীর্বাদী বর্সা নিতে হবে ।

বাবা বোঝাতে থাকেন -- যা কিছুই হোক না কেন, দুঃখ – সুখ, স্তুতি – নিন্দা আদি যেই করুক না কেন, তোমরা পড়া ছেড়ে দিও না । কেউ কারোর নিন্দা করেই থাকে কারণ বুদ্ধিতে তো জ্ঞানই নেই । জানেই না যে এ হলো ছোটো ভাই বা বড় । এ তো বাবাই জানে । তোমরা অতি চালাক হয়ো না । মায়া বড়ই চঞ্চল । যারা দেহ – অভিমানে থাকে তাদের মাথা একদম মুড়িয়ে দেয় । বাবা

বাচ্চাদের সাবধান করতে থাকেন । শ্রীমতে না চললে মায়া যে কোনো জায়গা থেকেই আঘাত করতে থাকবে । এ খোড়াই কোনো সাধারণ সৎসঙ্গ ।

তোমরা কত ধৈর্য সহকারে বসে বোঝাও । এই সৃষ্টির চক্র কিভাবে ঘোরে । কেমনভাবে তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছো । বাবা বলেন ব্রাহ্মণ কুলভূষণ হলো এই স্বদর্শন চক্রধারী । শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী তোমাদের বলা হয় । বাবা কি বলবেন যে দেবতাদের মহিমা নিজের বাচ্চাদের দিয়ে রেখেছি । বাবা বলেন, হে স্বদর্শন চক্রধারী ফুলের সমান পবিত্র হওয়া, হে গদাধারী - বাবা এইভাবে বোঝান । দুনিয়া এর কি জানে । বলে যে সবার সদ্গতিদাতা একজনই । এই প্রশস্তি কীর্তনও করে যে জ্ঞান অঞ্জন সত্গুরু দিয়েছেন (যার দ্বারা তিমির অন্ধকারের নাশ হয়েছে).....অর্থাৎ ব্রহ্মার রাত শেষ হয়ে এসেছে । জ্ঞান সূর্য প্রকট হয়, তখন ব্রহ্মার রাত সম্পূর্ণ হয় এবং দিন শুরু হয় । পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা এই নতুন জ্ঞান দেন । আগে তো তোমরা কিছুই জানতে না । না আত্মাকে, না পরমাত্মাকে, না রচয়িতাকে, না তাঁর রচনাকে । সম্পূর্ণ তুচ্ছ বুদ্ধির হয়ে ছিলে । তোমাদের কি বানিয়েছিলাম । তোমরাই একদিন স্বর্গের মালিক ছিলে । তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে শেষ তো একদিন আসবেই । এখন তোমাদের উত্তরণ কলা । বাবা বলেন যে আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা এই বিশ্বের মালিক হতে পারবে । আমাদের বিবেকও বলে ...পরমপিতা পরমাত্মা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তাহলে আমরা স্বর্গে নেই কেন ! মানুষের বুদ্ধিতে এই কথা আসে না যে ভগবান এই নতুন সৃষ্টি স্বর্গের রচনা করেছিলেন, যেখানে দেবী দেবতা রাজত্ব করতেন । ৫ হাজার বছর আগে স্বর্গ ছিলো । এখন আবার ভগবান এসেছেন স্বর্গের স্থাপনা করতে । এইকথা বুদ্ধিতে বসে গেলে অহো সৌভাগ্য । মায়া এমনই যে কিছুতেই পুরুষার্থ করতে দেয় না । নাক ধরে ঘুষি মেরে একদম বেহোশ করে দেয় । এ তো বক্সিং । বাবা বলেন মায়া এক সেকেন্ডেই ফেলে দেয় । এক সেকেন্ডেই জীবনমুক্তি থেকে জীবনবন্ধে এসে পড়ে । বাবাকে তালাক দিয়ে দেয়, সব শেষ । নিশ্চিত হও -- এই বাদশাহী নাও । সংশয় হলেই শেষ । এ বড় আশ্চর্যের খেলা । বাবা বলেন অমৃতবেলায় উঠে বিচার সাগর মন্থন করো আর তো সারাদিনে সময়ই পাওয়া যায় না । রাতে তো বায়ুমণ্ডল খারাপ থাকে । মানুষ ভক্তিও ভোরবেলা উঠেই করে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা একটা বা দুটোর সময় উঠে মুরলী লিখতেন, যা তোমরা পড়ে তারপর ক্লাস করাতে । তখন বাবা বসে শুনতেন যে কেমনভাবে মুরলী চালায় । এ সব তো শিববাবারই কামাল ছিলো । কতো ভালো ভালো বাচ্চা ছিলো, সব চলে গেছে । আজ আর নেই । মায়া একদম শাপগ্রস্ত করে দিয়েছে । বাবা তো আশীর্বাদী বর্সা দিচ্ছেন । তাই বাচ্চাদের সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করে আশীর্বাদী বর্সা নেওয়া উচিত । ভালো করে নিজেও বোঝো । বাবাও বোঝে । বাবার হাত ছেড়ে দেয় । সবাই বলবে তোমরা বি.কে ছেড়ে দিয়েছো । তোমরা তো নিশ্চিত ছিলে যে তোমরা বেহদের বর্সা পাচ্ছিলে তারপর কি হলো যে মুরলীও শোনো না । তাহলে তো বাবাকেও স্মরণ করবে না । এরপর এই স্মরণ ইত্যাদি সবই উড়ে যায় । এমন দুর্গতির হাল যেন কোনো বাচ্চাদের না হয় । বাবা তো বুঝতেই পারেন যে -- এই বাচ্চা খারাপ হয়ে গেছে । ভালো ভালো বাচ্চারাও সঙ্গদোষে খারাপ হয়ে যায় । বাবা বলেন যে ফার্স্টক্লাস বাচ্চাই বিজয় মালার মণি হতে পারে । কোনো কোনো বাচ্চা লেখে যে, বাবা আমি আপনার মালার মণি অবশ্যই হবো । বাবা তো বলেনই, তোমরা হও -- অহো সৌভাগ্য । বাবাও চাল - চলন দেখে বুঝে যাবেন । সেবা দেখেই বাচ্চাদের বিশ্বাসযোগ্যতা, আজ্ঞাবহতা সিদ্ধ হয় । অতি মিষ্টি হতে হবে । সম্মুখে বসে শুনলেই বৈরাগ্য আসে । তখন এমন আর কখনোই করবে না, এমনই করবে । কিন্তু এখান থেকে বাইরে বেরোলেই সব শেষ । সব ভুলে যাও । কত আশ্চর্যের কথা ।

বাবার তো দিন রাতই খেয়াল চলতে থাকে । প্রজেক্টরে গোলা এতো বড় দেখানো উচিত যে মানুষ যেন দূর থেকেই ভালোভাবে পড়তে পারে । বড় দেয়ালে যেন বড় করে দেখা যায় । যেন পরিষ্কার বোঝা যায় । এক একটি চিত্র স্লাইড থেকেও যেন এতো বড় দেখা যায় যেন সামনে থেকেও যে কেউই পড়তে পারে । দুটো গোলাও যেন বড় দেখা যায় । এখান থেকে ভক্তিমার্গ শুরু হয় । প্রথমে থাকে অব্যভিচারী ভক্তি, পরে হয় ব্যভিচারী ভক্তি ।

এই ব্রহ্মা হলো শিববাবার সুপুত্র সন্তান । ব্রহ্মার কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলে তিনি কোন্ জবাব দিতে পারবেন না ? যদিও শিববাবা তো সবই জানেন কিন্তু আমিও তো বোঝাতে পারি । বাবা তো আমাকেই তাঁর ডান হাত বানিয়েছেন । তিনি কিছু তো অবশ্যই বুঝেছিলেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অমৃতবেলায় উঠে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । কখনোই সংশয় বুদ্ধি হয়ে, সঙ্গদোষে এসে পড়া ছেড়ে দিও না ।

২) মালার মণি হওয়ার জন্য বিশ্বাসী এবং আজ্ঞাবহ হতে হবে । নিজের চাল - চলন রাজকীয় রাখতে হবে । অতিমাত্রায় মিষ্টি হতে হবে ।

বরদান :- বুদ্ধিকে ব্যস্ত রাখার বিধির দ্বারা ব্যর্থকে সমাপ্ত করে সদা সমর্থ হও ।

সদা সমর্থ অর্থাৎ শক্তিশালী সেই হতে পারে, যে বুদ্ধিকে ব্যস্ত রাখার বিধিকে আপন করে নিতে পারে । ব্যর্থকে সমাপ্ত করে সমর্থ হওয়ার সহজ বিধি হলো - সর্বদা ব্যস্ত থাকা। তাই রোজ সকালে যেমন স্থূল দিনচর্যা বানাও তেমনই নিজের বুদ্ধিকে ব্যস্ত রাখার টাইম টেবিল বানাও যে এই সময় বুদ্ধিতে এই সমর্থ সংকল্পের দ্বারা ব্যর্থকে শেষ করে দেবো । বুদ্ধিকে ব্যস্ত রাখলে মায়া দূর থেকেই ফিরে যাবে ।

স্লোগান :- দুঃখের এই দুনিয়াকে ভুলতে গেলে সর্বদা পরমাত্ম প্রেমে মগ্ন হয়ে থাকো ।